ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে টিআইবিসহ টিআই'য়ের ১২টি চ্যাপ্টারের ২০ দফা সুপারিশ

আইসিসি ও জাতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষে সুশাসন ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য

ঢাকা, ডিসেম্বর ১৮, ২০১১: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে ক্রমবর্ধমান অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সহ টিআই'য়ের ১২টি চ্যাপ্টার ক্রিকেট-প্রেমী দেশ সমূহে জনপ্রিয়তার শীর্ষমূখী এই অঙ্গনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এর নিকট ২০ দফা সুপারিশ পেশ করেছে। টিআই'য়ের বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ভারত, আয়ারল্যান্ড, কেনিয়া, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ত্রিনিনাদ ও টোবাগো, এবং যুক্তরাজ্য চ্যাপ্টার- এর থেকে আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত লর্ড উলফ কমিটির নিকট গত ৯ ডিসেম্বর সুপারিশগুলো উপস্থাপণ করা হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সমর্থন ও সহায়তা প্রত্যাশা করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশগুলো গত ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির নিকট পেশ করা হয়।

বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে সাম্প্রতিককালে ঘুষ, দুর্নীতিসহ ম্যাচ-পাতানোর মত ঘটনার ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে টিআই'এর উক্ত ১২টি চ্যাপ্টার এই জনপ্রিয় খেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে তার মধ্যে রয়েছে: আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের নিজস্ব সুশাসন; আইসিসিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুশাসন; খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বচ্ছতা, তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহিতার সমস্যা এবং তার পাশাপাশি দুর্নীতির ঝুঁকি এবং ব্যক্তি খাতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বড় ধরনের টুর্নামেন্টের সাথে সম্পৃক্ত চ্যালেঞ্জ।

টিআইবিসহ টিআই'এর আরো ১১টি চ্যাপ্টার মনে করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইসিসি'র "জিরো টলারেন্স" নীতি তখনই বাস্তবসম্মত ও কার্যকর হবে যখন আইসিসিসহ ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক **ড. ইফতেখারুজ্জামান** বলেন, "খেলার মাঠে বা বাইরে ক্রিকেটারদের অসদাচরণের ঝুঁকি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বরং আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাসীনদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়িক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি এবং অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত অনিয়মের বিষয়গুলো যা বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনকে কলুষিত করেছে। পরিস্থিতির আরো অবনতি এড়ানোর জন্য আইসিসি ও জাতীয় ক্রিকেট কৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। একইসাথে একুশ শতকের ক্রিকেটে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও যুক্ত হয়েছে যেগুলো হল: পাতানো খেলা, স্পট ফিক্সিং, জুয়া, টেলিভিশনে খেলা প্রদর্শনের স্বত্ব, স্পন্সরশীপ, উপহার ও আতিথেয়তা, কর্মকর্তাদের অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত সম্মানী ভাতাসহ নানাধরনের সুযোগ-সুবিধা, টিকেট বিক্রি, এবং তার বিতরণ, ক্রয় এবং এজেন্ট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।"

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদত্ত ১৩ দফা সুপারিশের অন্যতম হচ্ছে ক্রিকেটারদের ঘুষ, জুয়া বা অন্যসব ধরণের অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ না থেকে আইসিসি- এর নিজস্ব সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, বিশেষ করে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অশুভ প্রভাব নিয়ন্ত্রণ; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে দুর্নীতির ঝুঁকি পরিমাপক বিশ্লেষনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় সততা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; সংশ্লিষ্ঠ ক্ষেত্রে দুর্নীতি-প্রতিরোধক সর্বোত্তম পদ্ধতির পর্যালোচনা করে তার উপর ভিত্তি করে নীতিমালা ও পদ্ধতির প্রবর্তন এবং কার্যকর প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আইসিসি'র ব্যবস্থাপণা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যদিকে আইসিসিভুক্ত দেশগুলোর ঘরোয়া ক্রিকেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ৪টি সুপারিশ করা হয়। এগুলো হল: জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডসমূহে বিশ্বমানের আচরণবিধি নীতিমালা ও ব্যবস্থাপণা পদ্ধতির প্রচলন যার মাধ্যমে নির্ভেজাল জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বিরোধী ট্রাইবুনাল গঠন যার মাধ্যমে ক্রিকেট অঙ্গনে সব ধরণের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট সংগঠনগুলো নিয়মবিধি সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে কিনা তার নজরদারির জন্য আইসিসি কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। কোন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে আর্থিক শাস্তিসহ সদস্যপদ স্থগিতকরণ।

এছাড়া ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনসহ ক্রিকেট অঙ্গণে ব্যক্তিখাতের ভূমিকায় সুস্থ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সক্রিয় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতকরণসহ চার দফা সুপারিশ করা হয়।

টিআই এই প্রথমবারের মতো ক্রিকেট অঙ্গণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করলো। ইতিপূর্বে টিআই সম্প্রতি বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফা'র দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ উপস্থাপন করে।

উল্লিখিত সম্পূর্ণ সুপারিশমালা টিআইবি'র ওয়েবসাইট www.ti-bangladesh.org এ পাওয়া যাবে।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক-আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই-মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২